আমার প্রিয়
দুআর ডায়েরি

শারিন সফি অদ্রিতা

রাইয়ান প্রকাশন

অর্পণ

এই বইয়ের কাজগুলোর পেছনে প্রেরণার ফুলঝুরি আমি দিতে চাই গাজ্জাবাসী আমার মজলুম ভাই বোন ও বাচ্চাদের জন্য।

তাদের সাথে হয়ে যাওয়া অমানবিক জুলুমের ইনসাফ দেখার তীব্র ইচ্ছা এবং তাদের চোখে জ্বলতে থাকা ঈমান এবং সবরের নূর আমাকে প্রতিদিন ঝাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে, আমার দুআগুলোকে আরো জীবন্ত করে, আমাকে কাজ করার প্রেরণা দেয়, আমাকে দিয়ে লেখায় পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা, আমাকে বারবার ভেঙে চুরমার করে আবার গড়ে তোলে!

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

আল্লাহর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারছেন তো? ১৫

দুআর তাওফিক চেয়ে দুআ ১৮

অধ্যায় ১: আল্লাহর সান্নিধ্যের দুআগুলো ২০

আল্লাহর ভালোবাসা চেয়ে দুআ ২০

অন্তর পরিশুদ্ধির জন্য হৃদয়ভরা প্রার্থনা ২২

সত্যিকারের তাওবা ও গুনাহে আর না ফিরার জন্য আকুল মিনতি ২৫

ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা ও মিষ্টতা চেয়ে আল্লাহর দরবারে মিনতি ২৮

দ্বীনে অটল থাকা, হিদায়াহ, একবার তাওবা করার পর আর গুনাহে না ফিরে যাওয়ার দুআ ৩১

সময়, শক্তি ও জীবনে বরকত চেয়ে আল্লাহর দরবারে হৃদয়ভরা আবেদন ৩৪

অলসতা, স্ক্রিন আসক্তি, ... ৩৭

সময়ের অপচয় থেকে মুক্তির দুআ ৩৭

হিদায়াত ও ঈমানের ওপর অটল থাকার জন্য আকুল মিনতি ৪০

হুসনে খাতিমার জন্য আকুল দুআ ৪৩

জান্নাতে আল্লাহকে দেখার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ভরা চাওয়া ৪৬

প্রিয় রসূল ﷺ-এর যোগ্য উম্মত হওয়ার দুআ..... ৪৯

অধ্যায় ২ - পরিবারকে ঘিরে যত দুআ..... ৫১

সন্তানদের জন্য দুআ..... ৫১
আমাদের মা-বাবাদের জন্য দুআ..... ৫৩
আমাদের ভাই-বোনদের জন্য দুআ... .....৫৫
জীবনসঙ্গীর জন্য দুআ ৫৭
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধির দুআ ৫৯
অভিভাবকত্বের/PARENTING সফর সহজ করার জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ—
এক মায়ের হৃদয়ের কান্না আল্লাহর দরবারে..... ৬১

যারা "মা" ডাক শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য এই দুআ ৬৩

যাদের সন্তান আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে, তার জন্য এই দুআ.... ..... ৬৫

স্বামীর হিদায়েতের জন্য দুআ..... ৬৭

স্পেশাল বাচ্চার মা-বাবাদের জন্য ৬৯

বান্দার হক্ব আদায়ের তাওফীক চেয়ে দুআ.....৭২

শ্বশুরবাড়ির সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, হৃদয়ের কষ্ট ও হিংসা দূর করে পারিবারিক ভালোবাসা ও বরকতের জন্য ৭৫

অধ্যায় ৩ - দুঃখ দুর্দশায় শান্তির দুআ.....৭৭

দুশ্চিন্তা ও অতিরিক্ত ভাবনা (OVERTHINKING) এর দুর্দশা থেকে মুক্তি চেয়ে দুআ ৭৭
দীর্ঘ অসুস্থদের জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ ৭৯

ডিপ্রেশনে পড়লে পড়ুন এই দুআ ৮২

অতিরিক্ত ভয় লাগলে ৮৫

অতীতের যন্ত্রণা, হৃদয়ের ক্ষত থেকে আরোগ্যের দুআ.....৮৮

হৃদয়ের প্রশান্তি ও মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য হৃদয়ভরা দুআ.....৯০

ঈমান দিয়ে গড়া আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা.....৯২

দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বপ্নগুলো এখনও পূরণ না হওয়ার অপেক্ষায় আছেন যারা.. ..... ৯৪

বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ ... ৯৬

হালাল রিজিক ও বরকতের জন্য দুআ.....৯৮

ভাঙা সম্পর্ক, ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্ব কাটানোর জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ...১০০

বারবার একই গুনাহে পড়ে যাওয়ার পর তাওবা ও ক্ষমার জন্য হৃদয়বিদারক দুআ ১০২

সহজে ও কঠিনে শুকরিয়া আদায়কারী হৃদয়ের জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ.....১০৪

অন্যের জীবনে আলো হয়ে ওঠার জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ..... ১০৬

অধ্যায় ৪ - সুন্দর ইবাদতের দুআ ১০৮

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সুন্দর ও আত্মার গভীরতা সহকারে আদায়ের জন্য হৃদয়ভরা দুআ..... ১০৮

প্রতিটি রমাদানকে জীবনের সর্বোত্তম রমাদান বানানোর জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ ১১০

লাইলাতুল কদরের রাতে আগামী বছরের তাকদীর সুন্দর করে দেওয়ার দুআ ১১২

জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের জন্য দুআ..... ১১৪

ফজরের সালাতে উঠতে পারছেন না যারা তাদের জন্য..... ১১৭

কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত, বোঝা, ভালোবাসা ও জীবনে প্রয়োগের তাওফিক চেয়ে হৃদয়ছোঁয়া দুআ..... ১১৯

কুরআন হিফজের জন্য হৃদয়ছোঁয়া দুআ..... ১২১

হজ্জ ও উমরাহর কবুলিয়্যাতের জন্য হৃদয় নিংড়ানো দুআ ১২৩

তাহাজ্জুদের তাওফিক চেয়ে হৃদয়ছোঁয়া দুআ.....১২৫

রিজিকের বরকত চেয়ে দুআ..... ১২৭

সময় ও কাজে বরকত চেয়ে আল্লাহর কাছে মন খুলে বলা... ..... ১২৯

হৃদয়ভাঙা দুআ: গাজা ও ফিলিস্তিনের জন্য ১৩১

গাজাবাসীদের দুঃখ দেখে অন্তরের রক্তক্ষরণ নিয়ে হৃদয় উজাড় করা দুআ ১৩৩

এক বোনের দুআ লিস্ট.....১৩৯

“কুরআনের দুআ— আমার রবের ভাষায় হৃদয়ের আকুতি”..... ১৪২

দুআ ১ .....১৪৪

দুআ ২ .....১৪৫

দুআ ৩ .....১৪৭

দুআ ৪ ..... ১৫০

দুআ ৫ ..... ১৫৩

দুআ ৬ .....১৫৬

দুআ ৭ ..... ১৫৮
দুআ ৮ ..... ১৬০
দুআ ৯ ..... ১৬২
দুআ ১০ ..... ১৬৪
দুআ ১১ ..... ১৬৬
দুআ ১২ ..... ১৬৮
দুআ ১৩ ..... ১৭০
দুআ ১৪ ..... ১৭২
দুআ ১৫ ..... ১৭৫
দুআ ১৬ ..... ১৭৭
দুআ ১৭ ..... ১৮০
দুআ ১৮ ..... ১৮২
দুআ ১৯ ..... ১৮৪
দুআ ২০ ..... ১৮৬
দুআ ২১ ..... ১৮৮
দুআ ২২ ..... ১৯০
দুআ ২৩ ..... ১৯২
দুআ ২৪ ..... ১৯৪
দুআ ২৫ ..... ১৯৬

দুআ ২৬ .....১৯৮
দুআ ২৭ ..... ২০০
দুআ ২৮ .....২০২
দুআ ২৯ .....২০৪
দুআ ৩০ ..... ২০৬
দুআ ৩১ ..... ২০৮
দুআ ৩২ .....২১০
দুআ ৩৩ ..... ২১২
দুআ ৩৪ ..... ২১৪
দুআ ৩৫ .....২১৬
শেষ কিছু কথা ২১৯
পাঠকের জন্য দুআ.....২২০

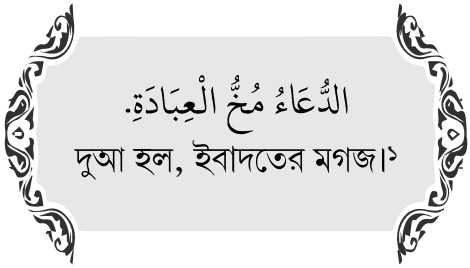

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

দুআ হল, ইবাদতের মগজ।[১]

১. জামিউত তিরমিজি : ৫/৪৫৬; হাদিস নং : ৩৩৭১

ভূমিকা

"আমার প্রিয় দুআর ডায়েরি"—নামটা শুনলেই খুব আপন আপন লাগে, তাই না?

এই বইটি আর দশটা দুআর বই এর মতন গতানুগতিক দুআর বই না। এখানে আপনি পাবেন প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়ে জীবনঘনিষ্ঠ চাওয়া-পাওয়া গুলোর এক নিদারুণ মিশ্রণ। যেন মমতামাখা কোনো স্মৃতির অ্যালবাম। যার পাতায় পাতায় আপনি খুঁজে পাবেন আপনারই মনের লুকানো ব্যথাগুলো, আপনারই ভালোবাসা, অশ্রু আর আশার গল্পগুলো এবং সব মিলিয়ে পেয়ে যাবেন আল্লাহর সঙ্গে বলার মতন নিখাদ কিছু কথা।

বইটি আমার জীবনের হৃদয় নিংড়ানো কিছু অভিজ্ঞতার ফসল।

আপনার-আমার-আমাদের মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন আমাদের সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। নিঃস্ব হয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা করে, *"ইয়া আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কে আছে আমার? প্লিজ আমাকে উপায় বের করে দিন।"*

জীবনের নানা মোড়ে, কষ্টের চূড়ান্তে বা আনন্দের চূড়ায়, অপার নির্জনতায় কিংবা ব্যস্ত জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে—যে দুআগুলো আপনার-আমার হৃদয় গুঞ্জরিত করেছে—সেই দুআগুলোই এখানে খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

"আমার প্রিয় দুআর ডায়েরি" আপনার রুহের সঙ্গী হবে, হিদায়াতের পথে আপনার ব্যক্তিগত দুআর ভান্ডার হবে ইন শা আল্লাহ। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে আপনি খুঁজে পাবেন অনেক দিন ধরে জমানো আপনার মনের আকুতিগুলো। হতে পারে এই দুআগুলো আপনি বহুদিন ধরে মনে মনে করতে চাচ্ছেন, মনে মনে দুআগুলো করার ভাষা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।

কখনো আপনার নীরব দীর্ঘশ্বাস হয়ে গিয়েছিল দুআর ভাষা, কখনো চোখের অশ্রুজল ছিল মনের আকুতি—এই ডায়েরি সেই আবেগগুলোকে শব্দে পরিণত করেছে আলহামদুলিল্লাহ।

এখানে আপনি পাবেন—

- আল্লাহর কাছে নিজের ভালোবাসা, দুঃখ, তাওবা, মনের অগোছালো কথাগুলো গুছিয়ে বলার সুযোগ।

- পরিবার, ইবাদত, মানসিক শান্তি, ভবিষ্যৎ ও আখিরাহ নিয়ে বিশেষ দুআর অধ্যায়।

- কুরআনের জনপ্রিয় দুআগুলোর প্রেক্ষাপট, হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা এবং এই দুআগুলোর জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাগুলো পেয়ে যাবেন সহজ এবং ঝরঝরে ভাষায়।

- এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো, এত কিছু যে প্রিয় রবকে ভেঙে ভেঙে খুলে বলতে পারা যায়, এই উদাহরণ যখন আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন সবচেয়ে বড় উপহারটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন তা হলো—দুআ করার আনন্দ! ইবাদতের মিষ্টি স্বাদ! এবং আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার এক অপার্থিব আনন্দ!

কারণ, এটা তো আপনারই প্রিয় দুআর ডায়েরি। বইয়ের প্রতিটা শব্দ এমনভাবে পড়বেন যেন আপনি আপনার ডায়েরিটাই পড়ছেন।

আসুন, হৃদয়ের গভীরতম কথাগুলো আল্লাহর সামনেই খুলে বলি।

আসুন, ফিরে আসি সেই অনন্য সংলাপে, যেখানে আমাদের প্রশ্ন এবং আল্লাহর উত্তরের মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

প্রিয় পাঠক, স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাকে এই সুন্দর যাত্রার শুরুতেই ...

আল্লাহর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারছেন তো?

আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে আর শান্তির কিছু আছে কি? একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত হলো—তার রবের সঙ্গে একান্ত আলাপে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া।

আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তগুলো হচ্ছে—যখন আমি আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটাই! অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করে। কাউকে আগ বাড়িয়ে কিছু বোঝাতে হয় না, মুখ ফসকে "কে আবার মাইন্ড করবে" এমন কথা বললাম কি না—এই ভয়টা থাকে না, সামাজিক কোনো ফরমালিটি মেনে চলতে হবে এমন কোনো চাপ থাকে না—কারণ তিনি তো আমার প্রিয় আল্লাহ, তিনি সবই জানেন, বুঝেন, আমাকে চিনেন। তিনি জানেন আমার ভেতরের কষ্ট, আমার মনের শুদ্ধ নিয়ত তিনি জানেন, আমার চাওয়া-পাওয়াগুলো তিনি বোঝেন। আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, আল্লাহ তো জানেন কোনো গুনাহ বা ভুল করার পরে আমার কি পরিমাণ অনুশোচনার রক্তক্ষরণ হয়।

আমার মনের মধ্যে ফুটতে থাকা এই টগবগে অস্থিরতা, অশ্রু আর প্রত্যাশার সবটুকু রং দিয়ে রঙিন করে দুআগুলো আমার রবের সামনে আমি বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ, এভাবে আর কারও সাথেই মন খুলে কথা বলে এতটা নিরাপদ বোধ হয় না। এটা কেবল মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর সাথেই সম্ভব।

আমি জানি, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিঁনি-ই সবচেয়ে ভালো বুঝবেন আমার কী প্রয়োজন। তিঁনি আমার জন্য যেভাবে কল্যাণ এবং সাফল্য পছন্দ করেন, সে রকম আর কেউ করে না। তাই আমি যখন তাঁর সামনে হাত তুলে দুআ করি, তখন যেন পুরো পৃথিবীর বোঝা হালকা হয়ে যায়। এটাই আমার জন্য সবচেয়ে সুন্দর থেরাপি। যেখানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ থেরাপিস্ট হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তিনি সবচেয়ে দক্ষ চিকিৎসক, সবচেয়ে দয়ালু শ্রোতা, সবচেয়ে নিরাপদ অভিভাবক।

আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। সেজন্য আমি দুআ করতে ভালোবাসি। দুআ করার মাঝেই এত আনন্দ আল্লাহু আকবার! মাঝে মাঝে মনে হয় দুআর ফলাফল হিসেবে দুনিয়াতে কোন কোন জিনিস আমার হাতের তালুতে এসে পড়বে বা পড়বে না—সেগুলো অনেক পরের চিন্তা! দুআ করার প্রক্রিয়াটার মধ্যে থেকে যাওয়াটাই যে এত শুভ্র, বিশুদ্ধ একটা প্রক্রিয়া! এত আনন্দের, এত শান্তির একটা পদ্ধতি এই দুআ, যে মনে হয় এরপর দুআর ফলাফল আল্লাহ যেভাবেই দেন না কেন, আমি যে দুআ করতে পারছি, এর মাঝেই আমি আমার জীবনের সুখের ছটাক পেয়ে গেছি!

এই তো ইসলামের সৌন্দর্য—আমার আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা বা মাধ্যম নেই। কোনো পাদ্রি, কোনো প্রতিনিধি, কোনো কবিরাজ—কাউকে লাগবে না। আমি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারি। তিঁনি শোনেন, তিঁনি বোঝেন, তিঁনি জবাব দেন—কখনো অন্তরের প্রশান্তির মাধ্যমে, কখনো পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে। কখনো আমাকে অপেক্ষা করানোর মাধ্যমে। কখনো সেটা আখিরাতে আমার জন্য জমা করে রাখার মাধ্যমে। তিনি কখনো তো আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না।

প্রতিবারই আমি ভরা হাতে ফেরত আসছি, আলহামদুলিল্লাহ।

এই লাইনটা আবার পড়ুন প্লিজ ...

প্রতিবারই আমি ভরা হাতে ফেরত আসছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুআ করে কখনোই হাতখালি হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলে গেছেন—

“দুআ হলো ইবাদতের মগজ।”[১]

এই বইটির জন্ম সেই ভালোবাসা থেকে, সেই নির্ভরতার আশ্রয় থেকে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন—দুঃখে, সংকটে, অনিশ্চয়তায় বা শূন্যতায়—আপনার কাছে সকল অবস্থায় এই শক্তি আছে। দুআর শক্তি। আপনার হৃদয়ের ওষুধ, আপনার আত্মার চিকিৎসা, আপনার দুশ্চিন্তার মুক্তি—সমস্তটা কিন্তু আপনি

১. জামিউত তিরমিজি, হাদিস নং: ৩৩৭২

আপনার পকেটে নিয়েই ঘুরছেন! দুই হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরছেন, সেটা বুঝতে পারেন কি?

কখনো কখনো হয়তো আমরা ঠিক বুঝি না কীভাবে দুআ করলে কবুল হবে? কী বলবো? কোথা থেকে শুরু করব? মাঝে মাঝে অনেক বোনদের সাথেই আলাপ করি যারা বলেন, দুআ করার সময় শব্দ খুঁজে পান না, বিভিন্ন কারণে তাদের মাথা "হ্যাং" হয়ে যায়! অর্থাৎ তারা আটকে যান দুআ করতে এসে।

এই বইয়ে আমরা সেসব কথাই সাজিয়েছি—চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার। যেন আপনি পড়তে পড়তেই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন যাত্রায় পা রাখতে পারেন।

এই বইয়ের দুআগুলো শুধু পড়ার জন্য নয়—এটি আপনার হৃদয়ের কথা বলার জন্য, চোখের পানিকে ভাষা দেওয়ার জন্য আর আপনাকে আপনার প্রিয় রবের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আপনাকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি অপূর্ব এই দুআর জগতে। ইন শা আল্লাহ্ এই জগতে আপনি নিরাশ হবেন না।

এই জগৎ এক নিঃশর্ত ভালোবাসার কথোপকথনের জগৎ। শত বিপর্যয়ের মধ্যেও। পরম প্রশান্তির হালকা ঝিরিঝিরি একটা বাতাস প্রতিনিয়ত বিশ্বাসীর অন্তরকে ছুঁতে থাকে এই পথচলায়–

এজন্যই তো জীবনে যতই উত্থান-পতন হোক, "আমার প্রিয় দুআর ডায়েরি" টা আমি কখনোই হাতছাড়া করি না, ইন শা আল্লাহ ..

দুআ ১৪

رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا ٜ وَاِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ﴿۲۳﴾

> "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হব।"[১]

প্রেক্ষাপট:

এই দুআ উচ্চারিত হয়েছিল মানব ইতিহাসের প্রথম গুনাহর পর। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে আল্লাহর একটি নির্দেশ অমান্য করে ফেলেছিলেন।

তারা তখনই নিজ ভুল স্বীকার করে, কোনো অজুহাত না দিয়ে, কোনো আত্মপক্ষ সমর্থন না করে—কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন এই দুআ।

এটি ছিল একান্ত অনুতপ্ত অন্তরের নিঃস্বার্থ স্বীকারোক্তি—"হে আল্লাহ, আমরা ভুল করেছি। আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি ক্ষমা না করলে, আপনি দয়া না করলে—আমাদের শেষ একটাই, আমরা ধ্বংস হব।"

জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা:

এই দুআ আমাদের শেখায়—**গুনাহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ফিরে না যাওয়াটাই বড় ভুল।**

আদম (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে গুনাহর পর তাওবায় ফিরে আসতে হয়।

---

১. সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ২৩

এখানে একটি অসাধারণ শব্দ আছে—

ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا

"আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি।"

এই দুআ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পাপ আসলে অন্য কারও ক্ষতি নয়—এটা নিজের আত্মার ক্ষতি, নিজের অন্তরের আলোকে নিভিয়ে ফেলা।

আর দুআর শেষাংশে আছে এক নিঃশেষ চিৎকার:

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٢٣

"তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১]

এটা শুধু কোনো দুনিয়ার ক্ষতির কথা নয়—এটা চিরস্থায়ী ক্ষতির কথা, সেই লোকদের দলে পড়ে যাওয়ার কথা—যারা আল্লাহকে হারিয়েছে।

এই দুআ আমাদের শেখায়:

- নিজের পাপ স্বীকার করতে শিখুন।
- অজুহাত নয়, তাওবা করুন।
- আল্লাহর দরজায় ফিরে যান, কারণ ক্ষমা আর রহমত তিনিই দেন।

এই দুআ সেই বান্দার জন্য—

যে রাতে নিজ ঘরের কোণে বসে, চোখে অশ্রু নিয়ে বলে, "হে আল্লাহ, আমি নিজের সাথে জুলুম করেছি।"

যে হারাম থেকে ফিরে এসে আল্লাহর দিকে পলক ফেলে বলে, "আপনি ক্ষমা না করলে আমার জন্য আর কিছুই থাকবে না।"

১. সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ২৩

যে তার অতীতকে পেছনে ফেলে দিয়ে বলতে চায়, "আমি শুধু আপনার দয়া চাই, আপনার মাফ চাই—তাহলেই বাঁচব।"

"রব্বানা জালামনা আনফুসানা, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন"

এই দুআ হোক—প্রতিটি তাওবার শুরু।
এই দুআ হোক—প্রতিটি পাপের পরে হৃদয়ের কান্না।
এই দুআ হোক—ভুলের পরে আত্মাকে আবার আল্লাহর পথে ফিরিয়ে নেওয়ার একমাত্র পাথেয়।

শেষ কিছু কথা

প্রিয় পাঠক,

পুরো বই জুড়ে তো আমরা একসাথে অনেক অনেক দুআ করেছি—

কখনো নিজের জন্য, কখনো প্রিয়জনের জন্য, কখনো পুরো উম্মাহর জন্য। কখনো কুরআনের ভাষায়, কখনো নিজের ভাষায়!

যে মুহূর্তে বইয়ের এই শেষ প্রান্তে এসে, আমি এবার আপনার জন্যই অর্থাৎ প্রিয় পাঠকদের জন্যই দুআ করতে চাই।

আপনাকে ধন্যবাদ—এই দীর্ঘ যাত্রায় আমার সাথে থাকার জন্য। প্রতিটি পাতায় চোখের পানি, অনুভূতির ঢেউ আর দুআ করার এই আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য। আপনার ধৈর্য, মনোযোগ আর আল্লাহর পথে ফেরার আগ্রহই এই বইয়ের আসল সৌন্দর্য আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি এই পর্যায়ে পৌঁছেছেন মানেই একটা সাফল্যের উদাহরণ। আপনার হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ বেঁচে আছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং এই সৌন্দর্যের জন্য আমি আপনার জন্য, আল্লাহর কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এখন চলুন, এই শেষ দুআটি হোক শুধু আপনার জন্য—

যেখানে আমি আমার রব, আল-রহমান (অপরিসীম দয়ালু), আল-ওয়াদূদ (অপরিসীম ভালোবাসাময়), আল-হাকীম (সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়), আল-গফুর (অপরিসীম ক্ষমাশীল), ও আশ-শাকূর (অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী)-এর কাছে আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণ কামনা করছি...